যায়যায়দিন

তারিখ 09 NOV 2008

ভারপ্রাপ্তদের ভারে ন্যুব্জ ৯০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রাশেদ হোসেন

দেশের চার শতাধিক বেসরকারি কলেজে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান চলছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে। একই ভাবে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক মাধ্যমিক স্কুলেও দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পদটি শূন্য রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, চার শতাধিক বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষের শূন্য পদ অনতিবিলম্বে পূরণের দাবি জানিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গত ১৬ মার্চ এক পরিপত্রে (পরিপত্র নং ৩৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যক্ষ নিয়োগের অনুমোদন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ফাইল পাঠায়। ২১ জুন প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদন লাভের স্মারকপত্রটি [স্মারক নং ৩৫৩ (৫)] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে। এরপর পাঁচ মাস হতে চলেছে, কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ অনুকম্পায় বহাল থাকছেন। বিভিন্ন সময় তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ মন্ত্রণালয়েও এসেছে। মন্ত্রণালয় তদন্ত করে এসব অভিযোগের সত্যতাও পেয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হলেই তারা আদালতে মামলা ঠুকে দেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষকদের মধ্য থেকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়। এর ফলে সৃষ্ট সঙ্কটের কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষার পৃ২ >> ক৫

ভারপ্রাপ্তদের ভারে ন্যুব্জ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোজাম্মেল হক খান এ তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলার মানেই হলো পদোন্নতি দেয়া যাচ্ছে না। এর একটি বড় কারণ ফিডার পদে যোগ্য লোকের অভাব। আর নিজেরা পদোন্নতি দিতে পারছি না আইনগত জটিলতার কারণে।

তিনি জানান, দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে একশরও কম স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন। বাকিগুলো চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে।

তিনি বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রণালয় সচেতন রয়েছে। ৪ ও ৫ নভেম্বর এ সংক্রান্ত কমিটির মিটিং হয়েছে। সেখানে ২৫ জন কলেজ শিক্ষকের পদোন্নতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেশে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। এর মধ্যে ৩১৭টি সরকারি। বাকি সবই বেসরকারি ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত।

হয়েছে, ১৫ বছর শিক্ষকতা করার পর কাউকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে। প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ১৫ বছরের মধ্যে অন্তত তিন বছর সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, সেই সঙ্গে বিএড ডিগ্রিও থাকতে হবে।

বাংলাদেশে শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের জনপ্রিয় নেতা ও প্রবীণ শিক্ষক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ যায়যায়দিনকে বলেন, প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য যোগ্যতার এমন সব মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দীর্ঘ ৩০ বছর শিক্ষকতা করেও অনেকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

তিনি আরো বলেন, যোগ্যতার অপ্রয়োজনীয় মাপকাঠি শিথিল করে সিনিয়র, দক্ষ শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রধান শিক্ষক ও